চুয়াডাঙ্গার ঝাঝরিতে কৃষক হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের

চুয়াডাঙ্গার ঝাঝরি গ্রামে পুকুরের চারিধারে জিআই তারে বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে কৃষক হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে লিজ গ্রহীতা আব্বাস আলী ও আব্দুল জলিলের বিরুদ্ধে।

এঘটনায় নিহত চাঁন মিয়ার পিতা ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। এদিকে ঘটনার পর থেকে আব্বাস ও জলিল আত্নগোপন করেছেন।

পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে প্রভাবশালী আব্দুল জলিল বিষয়টি অর্থ দিয়ে ধামাচাপা দেবার জন্য বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করেছে। তবে গ্রামবাসি অভিযুক্তদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি অব্যাহত রেখেছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের আওতাধীন ঝাঝারি কৃষি খামারের ২টি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছেন কোটালী গ্রামের মৃত হারুন মেম্বরের ছেলে প্রবাবশালী ঠিকাদার আব্দুল জলিল ও ঝাঝরি গ্রামের রজব আলীর ছেলে এলাকার চিহ্নিত কারবারি আব্বাস আলী।

লিজ গ্রহীতারা পুকুরের মাছ চুরি ও বণ্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুকুরের চারিধারে জিআই তার দিয়ে বেড়া দিয়েছেন।

গ্রামবাসি জানায়, মাছ রক্ষা করার অযুহাতে লিজ গ্রহীতারা ওই জিআই তারে বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে রাখে। প্রায় সময় ওই তারের বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে বণ্যপ্রাণী হত্যা করে থাকে তারা।

গত রোববার সকাল সাড়ে টার দিকে ঝাঝরি গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে এক সন্তানের জনক কৃষক চাঁন মিয়া (২৫) মাঠে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যায়। ঘাস কাটার একপর্যায় চাঁন মিয়ার পানির পিপাশা লাগলে। সে পুকুরের পাড়ে মোটরপাম্প থেকে পানি পান করতে যায়। একপর্যায় চাঁন মিয়ে বিদ্যুত সংযোগের ওই তারে হাত পড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলেই মারা যায়।

এঘটনায় পরের দিন চাঁন মিয়ার পিতা সাহেব আলী বাদি হয়ে জিআই তারে বিদ্যুৎ সংযোগকারি পুকুরের লিজ গ্রহীতা এলাকার প্রভাবশালী

ঠিকাদার আব্দুল জলিল ও ঝাঝরি গ্রামের চিহ্নিত মাদককারবারি আব্বাস আলীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এদিকে ঘটনার পর থেকে অবস্থা বেগতিক বুঝে জলিল ও আব্বাস গা ঢাকা দিয়েছেন। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন বলে জানাগেছে। এ হত্যা মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা দর্শনা থানার এসআই অনুজ কুমার বলেন, নিহত চাঁন মিয়ার পিতা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩০৪ (ক) ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আসামীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

এদিকে গ্রামের একটি সূত্র জানিয়ে প্রভাবশালী ঠিকাদার আব্দুল জলিল বিষয়টি অর্থ দিয়ে মিমাংশা করার জন্য বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মিমাংশা করার দায়িত্ব নিয়ে গোপনে বাদি পক্ষকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন বলে জোর গুঞ্জণ শোনা যাচ্ছে।

তবে গ্রামবাসিদের জোরদাবি চাঁন মিয়া হত্যার বিষয়টি সঠিক তদন্ত পূর্বক পুলিশ যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থ গ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত বেড়ায় জড়িয়ে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি গ্রামে কেরুজ পুকুরে লিজ নেওয়া জলাশয়ে মাছ চুরি ঠেকাতে চারপাশে বেড়া দিয়ে বিদ্যুতায়িত করেছেন একই গ্রামের আব্বাস আলী।

আজ রবিবার (২২ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কেরুজের জমিতে ঘাস কাটতে যান চাঁন মিয়া (২৩)।

ঘাস কাটার একপর্যায়ে পিপাসা পেয়ে পানি খেতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত বেড়ার সংস্পর্শে আসেন তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত চাঁন মিয়া দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি মাঝের

গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেরুজ পুকুরটি দীর্ঘদিন ধরে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছেন আব্বাস আলী। মাছ চুরি ঠেকাতে তিনি পুকুরের চারপাশে বিদ্যুতায়িত বেড়া দিয়ে রেখেছেন। ফলে মাঝেমধ্যেই কুকুর, শিয়াল, বিড়ালের মৃতদেহ পুকুরপাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

স্থানীয়রা একাধিকবার আব্বাস আলীকে এই বিদ্যুতায়িত বেড়া সরিয়ে নিতে বললেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। কিছুক্ষণ আগেই সেই বেড়ায় হাত দিতেই চাঁন মিয়ার মৃত্যু হয়।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আব্বাস আলী শুধুমাত্র মাছ চাষই নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। তার বিরুদ্ধে ৪ থেকে ৫টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে বলেও জানা গেছে।

এলাকার সচেতন মহল অবিলম্বে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আব্বাস আলীকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, নিহত চাঁন মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক লিমন হোসেনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। শনিবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে তাকে অস্ত্র সহ আটক করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ।গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদূর রহমান

আটক লিমন হোসেন (৪০) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শনিবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন (৩৬ এডি) নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল শহরের ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিমনকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাবাদের এক পর্যায়ে লিমনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি নাইম এমএম পিস্তল, এক রাউন্ড এ্যামুনিশন, দেশী অস্ত্র (চাপাতি-চাইনিজ ছুরি-রামদা) সহ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেদুর রহমান বলেন, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ লিমনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং মামলার পর বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

“স্বপ্নের ডানায় ভর করি, শিশুশ্রমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি; এগিয়ে চলি দীপ্ত পায়ে, আশার আগুন বুকে জ্বালি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার আয়োজনে এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দিবসটি উদযাপন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায়

সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি তাদের রক্ষা করতে না পারি, তবে দেশকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না। শিশুশ্রম প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে সরকারসহ বিভিন্ন এনজিও ও সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিভাবকদের হতে হবে আরও সচেতন, পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান শ্রেণীকেও শিশুদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং শিশুশ্রম রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।”

চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতাকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি আগ্নেয়াস্ত্রের অংশবিশেষ ও ১৮টি দেশীয় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা নাজমুল আরেফিন কিরণ (৩৪) কে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) ভোরে অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকার গুলশানপাড়ার বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক নাজমুল আরেফিন কিরণ শহরের গুলশানপাড়ার মৃত জিন্নাত আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে নাজমুল আরেফিন কিরণের গুলশানপাড়ার বাড়িতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন স্থান থেকে একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের অংশবিশেষ, ১৮টি দেশীয় অস্ত্র যার মধ্যে রয়েছে ৩টি চাপাতি, ৬টি বড় ছুরি, ৩টি রামদা, ৬টি তরবারি, এছাড়াও একটি ল্যাপটপ ও একটি মোবাইলফোন উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা বলেন, “জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন কিরণকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক করা হয়েছে বলে শুনেছি।”

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, সেনাবাহিনী আটক নাজমুল আরেফিনকে সদর থানায় হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ সোমবার সকাল দশটার সময় জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত বক্তারা বিষদ ভাবে আলোচনা করেন আদালত সহায়তা, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ সমন্বয়, সড়ক দুর্ঘটনা হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রণয়ন, জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, চোরাচালান নিরোধ, অনিস্পন্ন চোরাচালান মামলাসমূহ সম্পর্কে মনিটরিং সেলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডাক্তার হাদী, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা আইসিটি) নয়ন কুমার রাজবংশী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আসলাম হোসেন সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ।

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মাহমুদুল হাসান।

সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্র-নজরুলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয় অর্জনকারীদের হাতে পুরুষ্কার তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ ও অনান্য অতিথিবৃন্দ। পুরুষ্কার বিতরণী শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মুন্সি আবু সাইফ উপস্থিত সকলের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় কলেজ ছাত্রের আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় বাবা-মায়ের উপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে সাফিদ আহমেদ সাম্য (১৮) নামের এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের আত্মহত্যা করেছে।

রবিবার ভোরে নিজ শয়নকক্ষের মধ্যে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি।

সাফিদ আহমেদ সাম্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের জালশুকা গ্রামের স্কুলপাড়ার পল্লি চিকিৎসক ও এনজিও কর্মী আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে। তিনি মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর মা একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা।

পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন যাবৎ মোটরসাইকেল কেনার জন্য বাবা-মায়ের নিকট আবদার করছিল সাফিদ আহমেদ সাম্য। এ বিষয়টি নিয়ে শনিবার রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তাঁর। রাতেই এক বন্ধুকে মুঠোফোনে আত্মহত্যার বিষয়ে ইঙ্গিত দেন সাম্য। পরে সাম্যর এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাঁর পরিবারকে

আত্মহত্যার বিষয়ে জানানো হয়। পরে ভোরে পরিবারের সদস্যরা ঘরের দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় কলেজ ছাত্র সাম্যর মরদেহ উদ্ধার করে।

সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তা চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বাবলু সরকার বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে সে আত্মহত্যা করেছে। মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় বাবা- মায়ের উপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়েছেন। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেল কেনা নিয়ে বাবা-মায়ের উপর অভিমানে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্যের ইন্তেকাল

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ইন্তেকাল করেছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দর্শনা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী

শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে প্রচারনা

আগামী ১১জুন চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক প্রচারনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে নিবার্চন কমিটি নিবার্নের তারিখ ও চুড়ান্ত ভোটার তালিকা সম্পুর্ন করেছে। ১৩টি পদের অনুকুলে ২২ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন।

এরা হলেন, সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থী হলেন, ট্রাক ড্রাইভার সাইফুল ইসলাম (বাই-সাইকেল), ইসমাইল হোসেন (হাতুড়ি) ও মোতালেব হোসেন (টায়ার) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সহ-সভাপতি পদে ৩জন প্রার্থী হলেন, হুমায়ন কবীর (মাছ), কাজল আহম্মেদ আব্বাস(দেয়ালঘড়ি) ও মোশারেফ জোয়াদ্দার্র (হাতি) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাধারণ সম্পাদক পদেও ২ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন, এরা হলেন, আবু সাঈদ (ট্রাক) মোঃ শাহাজাহান (আনারস) মুজিবুল আলম (কুঁড়েঘর) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যুগ্ম সম্পাদক পদে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা আবু সাঈদ (রিক্র) ও ইকবাল হোসেন শিপন দোয়াত কলম) মাকার্ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সহ-সম্পাদক পদে ২জন প্রার্থী রয়েছেন। এরা হলেন, আনারুল ইসলাম (মই) ও মোঃ আসলাম (ফুটবল) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন হলেন, ফিরোজ আলী মোটর সাইকেল) ও আব্দুল জলিল গোলাপফুল) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রচার সম্পাদক পদে ১ জন সানোয়ার হোসেন (মাইক) মার্ক নিয়ে ভোটে অংশ নেয়। তবে এর বিপরীতে কোন প্রার্থী না থাকায় বে-সরকারী ভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে ২জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, এরা হলেন, শ্রী পার্থ প্রতিম শিকদার (মোবাইল) ও ফেরদৌস হোসেন (কলস) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় ৪ জন কার্যকরী সদস্য পদে শাহিন আলম (রকি) (মোরগ), সাহেব আলী(হুইলরেঞ্জ), জীবন হোসেন (টুপি) ও নাজমুল হোসেন (টিওবয়েল) মার্কা নিয়ে ভোটে অংশ নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন বলে জানান, প্রধান নিবার্চন কমিশনার আনোয়ার হোসেন ও নিবার্চন